দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

মেট্রোপলিটন এলাকায় বিধিবহির্ভূতভাবে শিক্ষক বদলী প্রসঙ্গে

...থমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-এর ...রক নং প্রাগবি/প্রশা-৪/২এ-১৭/৮৪/৮৯৬, তাং ০৯-১১-৯৬ ইং এবং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ ও বদলী সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের ১১-২-৯২ ইং-এর তারিখের শাঃ ৭/১০ এম ৩৩/৯০/৫০ নং স্মারকের সংশোধনী (ক) (খ) এবং (গ) যা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মিরপুর-২, ঢাকা-এর স্মারক নং ৮টি/খও-২/৫-বিদ্যা-রাজ/৯৮/৪৬৮৯/৫৫৫ মূলে প্রচারিত হয়। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ বছরের পর বছরব্যাপী উপজেলা পর্যায়ে (গ্রামাঞ্চলে) শিক্ষকতার চাকরি চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। সাধারণ শিক্ষক/শিক্ষিকার ক্ষেত্রে তো বটেই সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার বেলায় ঐ বিধি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় বলে প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর কর্মকর্তারা জানান। এতদসত্ত্বেও উপরোক্ত সরকারী নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের প্রমাণ অবগত হয়ে জনস্বার্থে যথাযথ তদন্ত ও প্রতিকার প্রার্থনার একটি আবেদন চট্টগ্রামের বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে জমা দেয়া হয়।

নভেম্বর, ১৯৯৩ ইং সালে চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলায় নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে জনৈকা প্রধান শিক্ষিকা তার চাকরির দুই বছরের মাথায় সরকারী নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে চন্দনাইশ উপজেলা হতে চট্টগ্রামের মেট্রোপলিটন থানা ডবলমুরিং এবং পরে কোতোয়ালি থানায় বদলী হয়ে আসেন। বর্তমানে উক্ত শিক্ষিকা চট্টগ্রাম শহরের রহমতগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত একটি সুপ্রসিদ্ধ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকা পদে কর্মরত। দেশের অগণিত প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকা চাকরিতে যোগদানকালীন সময়ে নিজ ঠিকানায় চাকরি করার অঙ্গীকার প্রদান এবং বদলীর ব্যাপারে সরকারী নিষেধাজ্ঞা থাকায় পরবর্তীতে কর্মস্থল পরিবর্তন তথা বদলীর ব্যবস্থা করতে পারছে না বিধায় নানাবিধ অসুবিধার মধ্যেও চাকরি চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। অধিকন্তু চাকরি গ্রহণের পর বিবাহ বা স্বামীর কর্মস্থলের ঠিকানা পরিবর্তনের অজুহাতও গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিধিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকলেও এই শিক্ষিকা কিভাবে চন্দনাইশ উপজেলা হতে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় বদলী হয়ে আসলেন তা দেশবাসী জানতে আগ্রহী।

জনস্বার্থে তদন্তের নিমিত্তে এতদ্বিষয়ে চট্টগ্রামের বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরিত আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাযথ তদন্তের পর বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় তার স্মারক নং ও, এম/১০ বিদ্যা-চট্টঃ/গ-ক/২০০১/১০০৭, তাং-০৪-০৭-২০০১ ইং বরাতে প্রধান শিক্ষিকার চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় বদলীর আদেশ অবৈধ ঘোষণাসহ বদলী বাতিল করেন। একই স্মারকে উক্ত প্রধান শিক্ষিকাকে চট্টগ্রামের মেট্রোঃ এলাকা হতে তার প্রাক্তন কর্মস্থল চন্দনাইশ উপজেলায় প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করে। এই আদেশ কার্যকরী করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মহাপরিচালক মহোদয় লিখিতভাবে চট্টগ্রামের বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশ দিলেও আদেশ কার্যকরী হয়নি এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনীহা সন্দেহজনক।

আমাদের আশংকা চট্টগ্রামের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কোন না কোনভাবে বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। সরকারী বিধি-নিষেধ লঙ্ঘনের সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা না নেয়ায় সরকারের ভাবমূর্তি ও প্রচলিত বিধির অবমূল্যায়ন হচ্ছে। জনগণ সুবিচার হতে বঞ্চিত। আমরা এ ব্যাপারে সরকারের আশু সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

–মঞ্জুরুল কাদের চৌধুরী
৬৪, জামাল খান সড়ক, চট্টগ্রাম।